ত্রৈমাসিক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা

পঁচিশ বর্ষ, প্রথম অনলাইন সংখ্যা,
ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২২ :: ভাষাদিবস

চিত্রোক্তি - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল। কবি-সম্পাদক-গল্পকার শ্রী অমল করের একান্ত সহযোগিতা এবং সাহচর্যে চিত্রোক্তি-র পথ চলা শুরু হয়েছিল। ক্রমাগত নয়টি মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরে বিভিন্ন কারণে এটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে। যদিও চিত্রোক্তি পত্রিকা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বা সাহিত্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি। এখন আবার নব কলেবরে অনলাইনে চিত্রোক্তি প্রকাশ পাচ্ছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে।

মহামারি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে তার মতো করে। এই ধ্বংস ও ধসের সময়ে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ মনে হয় সাহিত্য। "চিত্রোক্তি" অনলাইন পত্রিকার এই নতুন পদক্ষেপ সেই প্রতিরোধকে আরও শক্ত করবে আশা রাখি।

সম্পাদক - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান উপদেষ্টা - অমল কর
যুগ্ম-সম্পাদক - সম্রাট পাত্র, অরবিন্দ সাঁতরা

প্রচ্ছদ – গার্গী চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর

চিত্রোক্তি
সম্পাদক - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
"আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট"
বোস পাড়া রোড,
বড়িশা পূর্ব পোস্ট,
কলকাতা - ৭০০০০৮

Email : write@chitroktipotrika.org
WhatsApp : 8297976134

www.chitroktipotrika.org

লেখক সূচি

কবিতা

- আশিস সান্যাল - যে গান ভালোবাসার : 07
- লক্ষ্মণ কর্মকার - আলোর পাখি : 07
- কালিদাস ভদ্র - আয় মৃত্যু : 08
- প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় – ভাসান : 08
- ভবানীশংকর চক্রবর্তী - তারাই বন্ধু আমার : 09
- মনোজ কুমার মণ্ডল - ঘুমন্ত পৃথিবীতে : 09
- সুতপা ব্যানার্জী (রায়) : 10
- আনজু বানু - চাওয়া পাওয়া : 10
- বিপুল কুমার ঘোষ - কলমের মুখ : 11
- অশেষ গঙ্গোপাধ্যায় - সুরের রানির স্বর্গযাত্রা : 11
- নীলাঞ্জনা হাজরা - যারা যারা থেকে যায় : 11
- তীর্থংকর সুমিত – ঠিকানা : 11
- পল্লব চট্টোপাধ্যায় - মেঘেদের মালাবদল : 12
- প্রদীপ ভট্টাচার্য - ভালোবাসা ভালো বাসা : 12
- প্রতীক মিত্র - এখনও ইচ্ছেগুলো : 13
- হামিদুল ইসলাম – আগুন : 13
- ললিতা আচার্য - শব্দ পরিচয় : 13
- জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় - গান : 14
- রবীন বসু - স্মৃতি দিনলিপি লেখে : 14
- গোবিন্দ মোদক - লাশকাটা টেবিল : 15
- গাজী সাইফুল ইসলাম - বুনো স্বপ্নের পাতা : 15
- গোপাল ভট্টাচার্য – আগুনপাখি : 16
- অলভ্য ঘোষ - মানুষ : 16
- গৌতম হাজরা – হল্লা : 17
- অনিমেষ রায় - পঞ্চমীর চাঁদ : 17
- শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক – উপরতি : 18
- শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায় – ক্ষত : 18

CHITROKTI POTRIKA

- উৎপল দত্ত - ঘুমন্ত বন্ধুদের প্রতি : 19
- স্বাতী ঘোষ - আশ্চর্য নির্মাণ : 19
- খুকু ভঞ্জ্যা - ধরো তারপর ঘুম ভেঙে গেল : 20
- নন্দিনী সরকার - হাতে পেন্সিল : 20
- শঙ্খ অধিকারী - দুটো ফুলের কথা : 21
- বীথি কর - শুরু থেকে শেষ : 21
- নিমাই জানা - নেশাতুর হাসপাতালের দেবদারু চারাগাছ : 22
- উত্তম চৌধুরী – পাড়া : 22
- অনিল দাঁ - জেগে থাকি রোজ : 23
- বিকাশ ভট্টাচার্য - পায়ে ভয়, বুকে স্থপতি : 23

ছড়া

- শোভন বিশ্বাস - ইতিহাস পড়ে : 24
- ক্ষুদিরাম নস্কর – শিক্ষক : 24
- জগদীশ মন্ডল - পাখি পোষার সখ : 24

গল্প

- অমল কর – বুদ্ধির্যস্য : 25
- প্রদীপকুমার দে - অকৃত্রিম ভালোবাসা-বাসি : 27
- শুভ্রা রায় - হিজিবিজি প্রেমের গল্প : 28

গ্রন্থ আলোচনা

- ভবানীশংকর চক্রবর্তী - প্রসঙ্গ ও প্রকরণে সমৃদ্ধ গল্প : 31

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

- রিয়া দত্ত বণিক- নবম শ্রেণি : 32
- যোশী কৌশিক - সপ্তম শ্রেণি : 32
- তনুস্কা - ষষ্ঠ শ্রেণি : 32
- গার্গী চট্টোপাধ্যায় - অষ্টম শ্রেণি : 32

CHITROKTI POTRIKA

কিছু কথা

এ এক ভয়ানক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা । এই মহামারি আমাদের অনেক কিছুই কেড়ে নিলো যেমন, তেমনিই ভবিষ্যৎকেও নিয়ে ফেলেছে এক অদ্‌ভুত দোলাচলে । এই প্রজন্ম যেমন মহামারি নিয়ে সাহিত্য - সমালোচনা করছে ঠিক তেমনিই বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেও বার বার এসেছে মহামারির উল্লেখ। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষে প্লেগ-কলেরা বা বসন্ত রোগের প্রকোপ ছিলো ভয়ংকর। অপর্যাপ্ত চিকিৎসার কারণে প্রাণ হারাতে হয়েছে বহু মানুষকেই। সে'সব নিয়ে কাব্য - কবিতা কম হয়নি। অবশ্য আপামর বাঙালি এই মহামারিকে চিনত 'মড়ক' হিসাবে ।

১৯১৪ সালে বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’। অনেকেই হয়তো এখনো মনে রেখেছেন সেই জগমোহন জ্যাঠামশাই-এর কথা। বেশ উদার ও ভীষণ ঋজু চরিত্রের মানুষটি মারা যান মর্মান্তিকভাবে। সেই খবর আমাদের জানাচ্ছেন শ্রীবিলাস এইভাবে - "পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন - ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।"

সেই সময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজকের মতো ছিলো না। নিজের উদ্যোগে তখন প্রাইভেট হাসপাতাল তৈরি করলেন জগমোহন। শচীশ, শ্রীবিলাস ছিলেন শুশ্রূষার কাজে এবং সঙ্গে ছিলেন জনৈক ডাক্তারও। যদিও তাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি। শ্রীবিলাসের কথায় - "আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম, কোনো খেদ রহিল না।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের কথাই বলা যাক। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব বেরিয়েছিল ১৯১৮ সালে। রাজলক্ষীর থেকে বিদায় নিয়ে বর্মা দেশে (এখনকার মায়ানমার) যাচ্ছেন শ্রীকান্ত। কলকাতার জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখলেন, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোদ্দো

পনেরোশো মানুষ। কৌতূহল বশে "একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ তো সকালে বসেছিলে – হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগদরি হোগা?
ডগদরি পদার্থটি কি বাপু?
লোকটি পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগকা ডগদরি।"

“পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্‌ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine: তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়।” সবকিছুই অতি প্রাসঙ্গিক ।

সেই শুরু এবং আজও আমরা মহামারি নিয়ে সাহিত্য করছি । সকলেই জানি ধ্বংসের দিন, শঙ্কার দিন, অভিশাপের দিন কখনো চিরস্থায়ী হয়নি বা হয়না। সময় যেমন বদলেছে তেমনি উন্নত হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। যে সংখ্যক মানুষ প্লেগ-কলেরা তে মারা গেছেন, করোনা সেই সর্বনাশ করতে পারেনি হয়তো।

আমরা তাড়াতাড়ি এই দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসি এবং জাতি এই বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়াক এটাই একমাত্র কাম্য ।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – চিত্রোক্তি

CHITROKTI PATRIKA

কবিতা

আশিস সান্যাল
যে গান ভালোবাসার

স্রোতের মুখেই সব ব্যাপ্ত হয়েছিল । নদীর ওপাশে

সহজ ভোরের মতো আত্মীয়তা । যে গান ভালোবাসার
নিরবধিকাল পেয়ে পেয়ে হারাবার মতো বিষণ্ণতা । যে স্মৃতি
বিগত জন্মের খোঁজে শালবনে, সুদূরের বিস্তৃত ছায়ায়
নিমজ্জিত; সম্পন্ন বুকের বৃন্তে অন্ধকার যে শুদ্ধ বেদনা,
কঠিন সান্নিধ্যে টেনে সীমারেখা ভুলে গেলে তবু বার বার
জন্মান্তরে সুখ-দুঃখ_ ভালোবাসা এবং এ নিরভ্র আকাশ
এই শান্তি, নিরবধিকাল পেয়ে হারাবার মতো বিষণ্ণতা ।

স্রোতের মুখেই সব ব্যাপ্ত হয়েছিল । নদীর ওপাশে
তার বাড়ি । প্রবাসী ভোরের মতো যে নির্জনতা, জানে
দৃশ্যান্তরে উপনীত হওয়া ছাড়া কোনো প্রণত বিভাস
ব্যক্তিগত প্রত্যাশার জলকণ্ঠ বাজাতে পারে না । যে গান
ভালোবাসার যে স্মৃতি বিগত জন্মের দ্বারে অনুপ্রাণিত --
শুধু হারাবার -- নিরবধিকাল পেয়ে হারাবার বিষণ্ণতা ।

লক্ষ্মণ কর্মকার
আলোর পাখি

ভেবেছ ধর্মের খাঁচায় থেকে সকলেই

পোষাবুলির উল্লাস ছড়াবে
চেয়েছ নাগরিক মুক্ত মন
পিঞ্জর কেটে এপ্রান্ত -ওপ্রান্ত করলেও
অভ্যাসবশত তারা দিনরাত বলবে__
জো হুজুর__জো হুজুর
যদি তোমার কল্পনার পাখি

CHITROKTI PATRIKA

মানুষের মতো কথা কয়
তখন তোমার রক্তচক্ষু হয় আরও লাল
যদি তোমার কল্পনার পাখি
সত্যের কথা বলে স্বাধীনতার কথা বলে
শিকারি থাবাগুলি হয় তীক্ষ্ণ ধারালো
নিষ্ঠুর ক্রোধে হত্যার আগুন জ্বলে নিমেষে

কিন্তু বন্ধু তুমি কি পারবে
পাখির আকাশটা কেড়ে নিতে
দুহাতে কণ্ঠরোধ করলেই
পারবে কি
আমাদের স্বাধীনতার ভাষা কেড়ে নিতে

আমরা আলোর পাখি
তোমার অন্ধকার খাঁচা ভেঙে
আমাদের যাত্রা দেশে দেশে
কালে কালে।

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাসান

ভুল উচ্ছেদের গল্প মেখে
পৃথিবী কত বয়সিনী হলো…
এখনও আমাদের উপকথায় ভুল মন্ত্রের জপ
বটতলায় জমা হয় ইহজন্মের ক্লেশ...
একটা ফাল্গুনভর্তি কাঞ্চনমাস খুঁজতে খুঁজতে
পেরিয়ে এলাম ধুন্ধুমার
একটা গাঁয়ের নদী দেখব বলে
কতটা পেরতে হলো হল্লাবোল!
একটা বিরহকে কারা ছেড়ে এসেছে মাঠের ওপর...

বাঁশির কাঁদনে আর নেই তোলপাড়
যারা ভেবেছিল সভাকে বোঝাবে প্রেমভাব...
তাদের কথনে নেই শ্রোতা আর;

এবার সুনামি, এসো তুমি এসো
আমাদের ঠিকানার নাম ভাসান হোক।

কালিদাস ভদ্র
আয় মৃত্যু

আয় মৃত্যু তোর সাথে
আজ আমি শুই

সারাক্ষণ চুমো খাই
আদরে আদরে ভরে দেই
নীল কি নীল তোর শরীর
আয় মৃত্যু সারা রাত
মধুচন্দ্রিমা শেষে
জ্যোৎস্ন-মদ পান করি

আয় মৃত্যু আজ তোর সাথে শুই---

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
তারাই বন্ধু আমার

হেমন্ত এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারে একা
ডাক দিয়েছে সে: নেমে এসো পথে
এলো মৃদু উত্তুরে হাওয়া
মাথা নত করে স্বাগত জানালো সোনালি ফসল

অনেকদিন আগে
তুমিও এসেছিলে ফুলেশ্বরি একা
বন্ধু বলে ধরেছিলে হাত
পূর্ণ চাঁদের আলো আর স্বচ্ছতোয়া কংসাবতীর
যুগলবন্দী বেজে উঠেছিল মিহিন সুরে

এখনো অনেক মানুষ আসে আর যায়
কেউ কেউ হাসে
কারো কারো চোখে জল
তাদেরি কেউ কেউ ছুঁয়ে যায় ভেতরদরজা

তারাই বন্ধু আমার
আমার স্বজন

মনোজ কুমার মণ্ডল
ঘুমন্ত পৃথিবীতে

ঘুমন্ত পৃথিবীতে জেগে আছে চাঁদ

আমি অনন্ত বিরহে সাজাই রাত্রি বাসর
গড়াইয়ের বালু বুকে ঘুমানো এখন
নীল জল স্রোতস্বিনীর মৃত্যু ইতিহাস।
হৃদয়ের প্রবাহ পথে যদি আসে বাধা
নিঃশব্দে হানা দেয় সহসা সর্বনাশ
যৌবনে বার্ধক্যের অন্তিম আয়োজন।
কারও কারও যাপিত জীবনের গল্প এমন
এমন করুণ, এমন বেদনা ঘন-
কষ্টের নীল বিষ মিশে আছে যেন।

CHITROKTI POTRIKA

টুপটাপ ঝরে পড়া অশ্রুময় রাতে
হৃদয়ের অব্যক্ত ভাষা খুলে দেয় দ্বার
আঁধারেই ব্যক্ত করে সব দীর্ঘশ্বাস
দিবালোকে ঢাকা এই বেদনা পাহাড়।

সুতপা ব্যানার্জী (রায়)
চৌখুপি মন

মনের আলাদা আলাদা খোপে বসত আলাদা,
চৌখুপির বন্ধ দরজাটা খুলতে চায় না কেউ,
কতক দাম্ভিকতা ফুলঝুরি হয়ে ঝরে পড়ে,
অণুজীবের প্লাসমিডের মতো কোন আহ্বান,
না আপন করে না,সংক্রমণে বা মিশ্রণে,
সময়টা বুঝে নিয়ে হিসেবের মাপা পা ফেলা,
থাকতে থাকতে মাঝের দেওয়ালগুলো শক্ত,
কোন ছিদ্রান্বেষীও পাবে না খুঁজে কোন ছিদ্র,
খাল,বিল,ভেজা আলপথের প্রবেশ নিষেধ,
কন্ঠরুদ্ধ ইচ্ছে নদীর সব জল মুখ বুঁজে,
শীতল বরফ হতে চায় থেকে থেকে ঘোরে।

আনজু বানু
চাওয়া পাওয়া

হাওয়া হেসে উঠলে
আমি পথ চলা শুরু করি
দুরন্তবিজলী যখন পথ দেখায়
আমি রোদের স্বপ্ন দেখি।
ইদানীং এমনি স্বভাব হয়েছে আমার
যেটা কাছে পাই তার থেকে
আরো বেশি কিছু পেতে ইচ্ছে করে।
এই তো সেদিন কত করে
একমুঠো ঘুম চেয়েছিলাম
সেটা যেই পেয়ে গেলাম
চেয়ে বসলাম সোনালি সকাল।
বিচিত্র এক স্বভাব নিয়ে বেঁচে আছি।

CHITROKTI POTRIKA

বিপুল কুমার ঘোষ
কলমের মুখ

কবি মনের কল্পনা সত্যি কথা ঘিরে,
নির্ভয়ে তাই গেঁথেছি কবিতার মালা।
কবির কলমে আসে বারেবারে ফিরে
অসহায় মানুষের জীবনের জ্বালা।

সত্য কথা শান্তি আনে মনে আসে সুখ,
জীবন ভরিয়ে দেয় কবিতার ছন্দে,
ঝর্নাধারা হয়ে যায় কলমের মুখ।
তাইতো লিখি কবিতা মনের আনন্দে।

যত কবি আছো ভবে কাব্য লেখো সত্য,
নিজেকে পবিত্র রেখে চর্চা করো শুদ্ধ।
অহমিকা বোধে কেউ হয়ো নাকো মত্ত,
কুরুচিকর সাহিত্য পথ করে রুদ্ধ।

চকমকি হয়ে সব জ্বলে ওঠো কবি,
কবিতায় এঁকে চলো জীবনের ছবি।

অশেষ গঙ্গোপাধ্যায়
সুরের রানির স্বর্গযাত্রা

মহাপঞ্চমীর এই তিথিতে
সুরের রানি মর্ত্য ছেড়ে
গেলেন যে স্বর্গরাজ্য ফিরে।
রইলো শুধু মানবদেহ আর
তাকে ঘিরে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি
সবার হৃদয় জুড়ে আছে যতটুকু।
সবাই মিলে রানিকে তাই
ফুলের সাজেতে চন্দনে শোভাতে রানির
শেষ যাত্রাই সাজিয়েছে অন্য রূপে।
রাণী যে স্বর্গরথে চেপে যাবে স্বর্গধামে
তাই তো হচ্ছে এত আয়জন।

তীর্থংকর সুমিত
ঠিকানা

ধুলো ঝারা সব মহূর্তগুলো
সময়ের সাথে সাথে
বদলে যায় অনুসাঙ্গিকতায়
যেমনভাবে নদী মিশে যায় সাগরে
ভালোবাসার ঢেউ চোরা স্রোত ঘিরে
কৃত্রিম প্রতিবেদন লেখে
ঠিক তেমনই তুমি বদলে যাও
মহূর্তের স্মরলিপি ভেদ করে

কোনো অচিনপুরে ঠিকানার উদ্দেশ্যে।

নীলাঞ্জনা হাজরা
যারা যারা থেকে যায়

একদিন যাওয়া হবে
এই বেদনা কখনও প্রচ্ছন্ন হয় না।
কোথাও একটা দাবীতে সকরুণ থাকে।
এই ধ্রুব সত্য।
নক্ষত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হয়
যাঁরা যাঁরা চলে যান
সেই শর্তের উপলব্ধিতে।
তাই তো হাসি কান্না হুজুগে
মানুষের মেলার সুযোগ থাকে।
দ্বন্দ্বও ম্লান হয়ে যায়,
যারা যারা থেকে যায়
তাদের অস্তিত্বের আলোতে।

নানা রকমের বাদ্য আর সম্মানে
শেষ বিদায় তাই জানাচ্ছে সবাই।
সবের মাঝে সবার চোখে জল
মানছে না যে আর কোন বাধা।
চোখের জলে রানিকে জানালো তাই শেষ বিদায়।

পল্লব চট্টোপাধ্যায়
মেঘেদের মালাবদল

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন দেখলাম
আকাশের সাথে মালাবদল হলো মেঘের
কন্যাদান করলো সূর্যদেব
আকাশের হাতে তুলে দিল মেঘ কে।
তাতে পৌরহিত্য করলো বাতাস
গাছেরা মালাবদলের মালা উপহার দিল মেঘ কে
হেসে হেসে বললো-" শুভ হোক তোমার আগামী দিনগুলো" ।
যা শুনে তার চোখের কোনটা চিকচিক করছিল।

প্রদীপ ভট্টাচার্য

ভালো বাসা

মডিউলার কিচেন।এটাচ বাথ।
থ্রি বিএইচ কে ঘর।
ভালো বাসা মানে দখিনখোলা ব্যালকনি।
ভালো বাসার সামনে স্যুইমিং পুল। নীল জল। প্রশিক্ষকের নজর।

ভালোবাসা

ভালোবাসার কোনো ঘর নেইকো। হাঘর।
চারদিক খোলা হাওয়ার হাতছানি।
ভালোবাসা মানে ভরদুপুর।
একসাথে ডুব পানাপুকুর।
সবুজ জলে আদর।

ভালো বাসা যদি সিসিটিভি হয়,
ভালোবাসাতো গোল্লাছুট

CHITROKTI PATRIKA

প্রতীক মিত্র
এখনও ইচ্ছেগুলো

এখনও যেসব ইচ্ছেগুলো দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে

সেগুলোকে লুকিয়ে রাখি।
ভালবাসার তেরছা আলোর নীচে
জমতে থাকে অন্ধকার।
দু'চোখ বুজিয়ে অবসরের দীর্ঘতাকে
সার্থকতা দিয়ে কাটাকুটি করে
বাকি থেকে যায়
নীরবতার ভার,
দেওয়ালের কোণে বিস্ময়।
থাক আখ্যানের চমকের
যদি কিছু বাকি থাকে থাক।
ব্যক্তিগতের পরিচ্ছেদের পাতাগুলো
ওড়ে,পোড়ে তারপর হাতরে বেড়ায় পরিচয়।
দিগন্ত-ছুঁয়ে থাকা ইচ্ছেগুলোকে লুকিয়ে রাখি।

ললিতা আচার্য
শব্দ পরিচয়

কি অপূর্ব শব্দ ' অন্তর '
যেথায় সুখ দুঃখ
এক সাথে বাস করে
কি অপূর্ব শব্দ ' হৃদয় '
যেথায় আবেগ অনুভূতি
লুকিয়ে রাখে
কি অপূর্ব শব্দ ' মন '
যেথায় প্রিয়জনের
প্রতিচ্ছবি আঁকা থাকে
কি অপূর্ব শব্দ ' অভিনয় '
যেথায় জীবনের বাস্তবিক
রূপ মঞ্চস্থ করা হয় ।

হামিদুল ইসলাম
আগুন

জল থেকে জলের গভীরে শুষ্ক পাটাতন
আমাদের বুকে আরব্য রজনী
রঙ বেরঙের প্রজাপতি কথা। ঘুঘু ডাকা দুপুর মিলেমিশে একাকার

দু পায়ের ফাঁকে আরো দু পা মাড়ানো পথ
নগ্ন ছাল চামড়ায় জড়ানো পোড়া পোড়া পাথর
বৃষ্টি নেই কতোদিন তবু রোদে ভিজে যেতাম

আমলকি বনে আজও সন্ধ্যে নামে আমরা কুয়োর শীতল জলে ধুয়ে নিই কবিতার বই
জোনাক রাত সঙ্গম সহবাস।

ইচ্ছেগুলো ভাসিয়ে দিই কাগজের নৌকোয়
নৌকোয় কারুকাজ করা মহাদেশ চাপ চাপ মৃত্যুকথা
হাত ফস্কে জন্ম নেয় ইতিহাস।

আমলকি বনে এখনো পোড়া পোড়া ছাই। ছাইপোড়া জ্বলন্ত আগুন ।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
গান

এক
জানি আপনি খুব ভালো গাইতে পারেন।
আপনার স্বরতন্ত্রীর আগুনবিষাদে দীপকের শিখাগুলি জাগে
অনিবার্য সমিধ হয়ে জ্বলে চেতনার নিকোনো উঠোন।
পুড়ে যায় সবুজের বাগানবিলাস সুরের আগুনে প্রাণ যায়।
তারপর মেঘডাকা মল্লারে তুষারের মতো ফিনফিনে বৃষ্টির চাদর নামে
মুছে যায় শিখার দহন সবুজ কি সবুজে ফেরে?

দুই
স্বরলিপি বেয়ে অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছানো আপনার কাছে কিছুইনা
দক্ষ ট্রাপিজিস্ট নির্ভুল আন্দাজে ধরে নেন দুরূহ হ্যান্ডেলগুলি অনায়াস
আপনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন নেই গাঙচিলের মতো আপনার স্বর বেয়ে ওড়াউড়ি
প্রাণহীন যন্ত্র মায়াবী আঙুলে বেশ বাজে গ্রে ম্যাটারে ঢেউ তোলে তরঙ্গের রেশ।

ভেসে যায় অমিয় নদীর খেয়া ধীর লয়ে জীবনের স্রোতে।

রবীন বসু
স্মৃতি দিনলিপি লেখে

কত কথা বলে দিতে পারি, পারি না অনেক

সঞ্চিত সম্বল নিয়ে ঘাস আর খড়ের জঙ্গলে
কতটা লুকোতে পারি দেখি, না হলে সবটাই
ব্যর্থ আয়োজনে কেঁপে ওঠে ত্রিধারা সম্বল
আগন্তুক হাওয়ার ঝাপটে এঁকে রাখে মুখ
বিষাদ ও বালিয়াড়ি পরস্পর বিন্যস্ত স্তবকে
গভীর দুঃখের কথা পড়ে নিতে পারে সহসা
এবং না-বলা কথাগুলো উদ্যত ফণায় জাগে;

কত কথা বলে দিতে পারি, তবু পারি না কেন?
রুদ্ধবাক আমি স্তব্ধ রই নিরন্তর প্রচেষ্টার পর
গুহামুখ বেরিয়ে এসেছে আলোর ঝর্নার দিকে
পাতাখসা সময় গোপন কান্নার ফোঁটা রাখে
অশ্বারোহী চলে যায় গুপ্ত পথ ধরে নিরুদ্দেশে
আর সেই আগন্তুক হাওয়া, স্মৃতি দিনলিপি লেখে।

গোবিন্দ মোদক
লাশকাটা টেবিল

লাশকাটা টেবিলে বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে
এক যুবতী তারই পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট হাতে নিয়ে।
যেহেতু লাশ, তাই তার কোনও রাখঢাক নেই;
সহজেই চোখে পড়ে ছিন্নভিন্ন যোনি
আর ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশ।

আমরা কেউই ওর ব্যথা কোনওদিন বুঝিনি
বোঝবার চেষ্টা করিনি
শুধু সংবাদপত্রের হেডলাইনের হরফগুলো
ক্রমশ বড় থেকে আরও বড় করেছি,
মোমবাতি মিছিলে মেকী অশ্রু ঝরিয়েছি কালো ব্যাজ পরে;
অথচ বোঝবার চেষ্টা করিনি ওর ব্যথা,
একমাত্র পোস্ট-মর্টেমের ছুরি-কাঁচিগুলো জানে
মেয়েটির ব্যথা যাত্রা করেছে আলোকবর্ষ দূরে
অন্য কোন নক্ষত্র-লোকের উদ্দেশে।

গাজী সাইফুল ইসলাম
বুনো স্বপ্নের পাতা

কারও কারও স্বপ্ন বড় বুনো হয়

বালি হাঁস হয়, নীল ঘুঘু হয়
কিন্তু আমার স্বপ্নেরা সবুজ পাতার মতো
নিবিড় সন্ধ্যায় যাদের আমি লালনের গান শোনাই।
আমার স্বপ্নে সবুজ বুনো পাতাদের
ঝরে পড়তে দিই না আমি
গঁথে রাখি ইতিহাসে-
আগামী দিনগুলো যখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়
আরও কাতর হবে
হিংসার অক্টোপাস ঝাঁপটে ধরবে শিশুর কণ্ঠ
আমি তখন সেই পাতাগুলো বিছিয়ে দেবো
তাদের নিচে, বালিশ আর কাঁথার মতো
কিংবা উড়াব নদী তীর ধরে
পখর সূর্যোতাপ থেকে তারা
ছায়া দেবে মাছ ও জলজ উদ্ভিদদের।

CHITROKTI PATRIKA

গোপাল ভট্টাচার্য
আগুন পাখি

দুঃসময়ে চলেছি সবাই। কোথায় যে এর শেষ?
রীতি আর নীতি নিয়ে সবটা ভরা, ধ্বংস হচ্ছে দেশ।
অনেক জটিল হিসেব করে চলছে জীবনের ঢেউ,
হয়তো তাতে বিশ্বাসী নয় এমন আছে জানি কেউ।
অন্ধকারেও পথ খুঁজে হয়তো নেবে যারা
অন্ধগলিতেও জ্যোৎস্নার চাঁদ সন্ধান পায় তারা।
একটি পাখি আছে জানি, যে পথের দিশা দেবে
হতাশাকে চূর্ণ করে শেষটি খুঁজে নেবে।

অন্ধতা আর অবিশ্বাসের মধ্যে সকল দেশের সেরা
সে যে আমার জন্মভূমি আবছায়াতে ভরা।
সব কিছু হবে দূর সমাজ বিবর্তনের দিনে ।
একদিন ঠিক বার্তা যাবে প্রত্যেকের মনে।
সহ্য যখন যন্ত্রণাময় মুক্তি থাকে বাকি
নিরাশায় বেঁচে থাক স্নিগ্ধতায়, স্বপ্নে আগুণ পাখি।

অলভ্য ঘোষ
মানুষ

মানুষের চেয়ে পৃথিবীতে মানুষের ক্ষতি
ভগবানও কখনো চায় না।
মানুষের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের
আর কেউয়ই হয় না।

মানুষের চেয়ে পৃথিবীতে মানুষের উপকার
ভগবানও কখনো করেনি।
মানুষের চেয়ে বড় উপকারী বন্ধু মানুষের
আর কেউয়ই হয় না।

মানুষ একটি মাধ্যম কেবল একটি পট
যার ওপর দেব দানব সব চিত্র এঁকেচলে ভগবান।

CHITROKTI POTRIKA

গৌতম হাজরা

হল্লা

হল্লা উঠলে দেখি তুমিও কেঁপে কেঁপে ওঠো।

ভোরের সোরগোলে দেখি হা-হুতাশ
মনে হয় কেউ যেন খুন হয়ে গেছে ওই
প্রশস্ত রাস্তাতে।

অনেক সময় ধরে একটু একটু করে ইতিউতি দেখ
বুঝলে বাস্তবে যা ঘটে, তারও থেকে অধিকতর কিছু
নিধন যজ্ঞের পর আততায়ী ঘোরাফেরা করে।

মুর্ছনায় জেগে উঠলে কান্নার রোল
নিকট প্রতিবেশী হা হা করে ওঠে
কাছে গিয়ে যা দেখলে সে যেন এক একটা ঘোর
কাঁপা কাঁপা স্বরে কেউ যেন বজ্রপাতের কথা বলে!

অনিমেষ রায়

পঞ্চমীর চাঁদ

পঞ্চমীর চাঁদে অমাবস্যার কোনো
গন্ধ থাকতে নেই।
মহাভাগে নিজস্ব ইচ্ছায় হেঁটে যাচ্ছেন সরস্বতী __ নড়ে ওঠে ঝোপঝাড় ।
কেঁপে ওঠে লেকের জল সঙ্গে থেকে সঙ্গিহীন বাতাস।
তখন রক্তকমল বাস্তব থেকে অতিবাস্তব অতিক্রম করে।

এখনো কি চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদাহোসেন কোনো এক অজানা দেয়ালে তুলির আঁচড় টানেন?
সেদিন শিল্পীর সৃষ্টি ছিল এই ভবিতব্যের দলিল।

নগ্ন এই সময়ে এরা বড্ড বেশি বেহিসাবি বাস্তবিক।
বিদ্যা যখন প্রেমের বেদিতে অবস্থান করে তখনো তিনি
কক্ষচ্যুত হতে পারেন না।

সিলেবাসে হেসে ওঠে ব্যাঙের লড়াই আর অসুস্থ সৃষ্টি-ভাণ্ডার।

CHITROKTI POTRIKA

শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক

উপরতি

তোমার আত্মার সহজে আমার আত্মা
অষ্টঐশ্বর্য।

শৌর্যে সামমন্ত্র
ঋক, যজু নাগরিক আঙুল পেরিয়ে
হস্তীজিহ্বায় করেছে পাকাবাড়ি।
পাকাবাড়ির ওপর প্রাচীন নাভিকুণ্ডলী।
মধ্যমা, অনামিকায় বসে গোপীনাথ শোনে গভনিংবডির
আসনশুদ্ধির মন্ত্র

রীতিনীতিতে বিশ্ববসু গেয়ে ওঠেন গান,
অগ্নিকোণে অগ্নি পাঠ করেন অগ্নিকুমারের গাথা,
জাপানি অনুবাদে হেঁটে যায় তিন জোড়া হরিণ।

আতপচাল সিদ্ধ হচ্ছে দীপান্বিতার গবেষণা পত্রের অষ্টমীতে
দ্রাঘিমারেখায় আত্মাদ্বয় সুগতের উপরতি।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়

ক্ষত

তোমার সারা শরীর জুড়েই কী পিছুটান বেদুইন ক্ষত
রক্তের দাগ বেয়ে একা এক হাঁটা পথ গোপনে নিহত।

চোখের নীচে অসমাপ্ত অন্ধকারে দুরন্ত বৈশাখ
উঁকি দিয়ে গেছে কয়েক সহস্র বার
কে আর আঙুল ধরে আঁকবে সোহাগ
শ্যাওলা চোখের নিভৃত কান্না মোছাবে কে আর।

CHITROKTI PATRIKA

উৎপল দত্ত
ঘুমন্ত বন্ধুদের প্রতি

(হিমালয়ে সম্প্রতি হারানো বন্ধুদের প্রতি)

একবার ছুটি পেলে সোজা যাব হিমালয় চূড়ো
যেখানে বরফ চাপা আমার সুহৃদ অত্মারা চির ঘুমে
তাদের স্বপ্ন নিয়ে আবার পাহাড় বেয়ে বেয়ে
উঠে যাব সেইসব অনাবিষ্কৃত পথে স্বপ্নের সামিটে
যেখানে অপেক্ষায় থাকে মৃত্যুর ফাঁদ পেতে লাস্যময়ী ক্রিভাস প্রেমিকারা
যেখানে খুব ভালবেসে বরফের দেওয়ালেরা ওঁত পেতে থাকে শিকারের আশায় আশায়

সেইসব পথ অনায়াসে পার হয়ে যাব জানি
তারপর সর্বোচ্চ চূড়োয় উঠে আকাশ ছোঁব
দু'হাত বাড়িয়ে দেব মহাকাশ জুড়ে

সব কাজ শেষ হলে নিরাসক্ত আমি
চলে যাব ঠিক সেই অব্যর্থ ঠিকানায় মেঘেদের দেশে
আমার কাঙ্খিত এক অপার বিশ্রামে

স্বাতী ঘোষ
আশ্চর্য নির্মাণ

কীই সে এবংবিধ বিরুদ্ধ চলন
বিপ্রতীপ চালচিত্র ----
কূট ঈর্ষার রক্তচক্ষু
ঠা ঠা ক্রূর হাসির চলকে ওঠা_
(সমভাবে)-ঔদার্যে স্থির দানে শ্রেষ্ঠ
সজ্ঞান স্বমৃত্যু আবাহনে অচঞ্চল
(সমভাবে)-প্রখর ঋজুতায় ঋদ্ধ
তবু, সর্ববিষহরি হয়নি সে_
এমত চিত্রকথা মহাকবি রচনা করলেন
মাটির গন্ধে ঐশ্বর্যের রঙে বঞ্চনা ক্ষোভ
ঈর্ষা আর ব্যর্থতা ও জয়ের দোয়াতদানিতে
খাগের কলম ডুবিয়ে ডুবিয়ে
আশ্চর্য সে নির্মাণ
ভাব ও বস্তু সমন্বিত অপরূপ এক জীবনবেদ

খুকু ভূঞ্যা
ধরো তারপর ঘুম ভেঙে গেল

ঘুমিয়ে পড়া যাক
একটি কবিতার জন্য আর কতভাবে মরা, কত মৃত্যু সমাচার
সমস্ত গণ্ডি চুরমার করে, দমবন্ধ প্রশ্বাস
মাঠে মিশিয়ে হয়তো স্বপ্ন এল খোলা চোখে,
ভোর হয়ে আসছে
ধান কাটতে কাটতে বউটি পতাকা তুলছে
দুহাত ভরতি গাঁদাফুল

ধরো, তারপর ঘুম ভেঙে গেল
আকাশ রোদ পেল না একটুও
ফাল্গুন শেষে শূন্য শাখা
শুকনো স্তন ছাড়িয়ে মালতী শিশুকে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে, তারপর

না আর কিছু দেখব না
স্বপ্নের বাকিটা তুমি দেখো, ভয়ানক ধ্বংসের শেষটা--
অথবা---

নন্দিনী সরকার
হাতে পেন্সিল

স্কুলে স্কুলে সব সাজো সাজো রব
শোনা যায় সেই চেনা কলরব।

প্রায় দুবছর ছিলো স্কুল ছাড়া
লাগছে নতুন যেন ফাগুনের চারা।

হয়েছে বদল কতো আচারে কথায়,
ভাবলে ফিরে আর আসে না সময়।

বীণা হাতে রেডি দেখি বাগ ঠাকরুণ,
বই খাতা সাথে নিয়ে আছে স্মার্ট ফোন।

পাঠে খড়ি তাই দেবী ভারতী পুজায়
আরাধনা শুরু হোক সুবুদ্ধির আশায়।।

CHITROKTI POTRIKA

শঙ্খ অধিকারী
দুটো ফুলের কথা

অনিন্দিতা তুমি আমি একই অরণ্যে ফুটে থাকা
দুটো আলাদা গাছের ফুল
ফুটেছি জঙ্গলে দেখতে পায়নি কেউ
তাই পারিনি আমরা কোনও দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি হতে।
বনের বাতাস দ্বারা শুধু গন্ধ নিই
চলনে মোচড় খেয়ে জানাই ভালোবাসার কথা।
তোমার কাছে ভ্রমর গেলে
তখন আমার কাছে আসে বিষধর
তোমার লাল পাপড়ি উপরে প্রজাপতি বসলে
আমার শাখায় বসে বিচিত্র পাখিরা।
শুধু বাকহীন হয়ে রয়েছি আমরা অনিন্দিতা।

বীথি কর
শুরু থেকে শেষ

যেখান থেকে শুরু তার শেষ হবে সেই পথে,
শেষ - শুরু মিলে যায়, অজ্ঞাতের অন্তরালে।
নিমেষে যে প্রেম হারায়, পলকে গড়ে তার অভিনয়,
ছিঁড়ে ফেলা পালকও জানে, বন্ধন সময়ে আলগা হয়।
ইচ্ছে আর অনিচ্ছের ফাঁকে, বাস করে আর-এক সদিচ্ছে।
লাফিয়ে ধরা সুখও তাই, ফেলে আসা স্মৃতি গুটিয়ে নিচ্ছে।
প্রতিশ্রুতির ব্যক্ত কথা, উড়ে যায় হাওয়ায় ভেসে
অসময়ের বৃষ্টি তাই, বরফ ঢালে মুচকি হেসে।

অন্ত হবে বলে দিন গড়ে ওঠে, নাভিশ্বাস ওঠে বুকে ব্যথা বাড়ে!
শেষ যাই হোক, তাড়া নেই কোনো, ব্যথারা আজও নদীর পাড়ে।
জোয়ারের জল এসে ভাসিয়ে দেবে, যতটুকু যাওয়ার ঠিক থেকে যাবে।
হারানো পথে পালিয়ে থাকা যায়, সামনে দাঁড়িয়ে সেই গল্প লেখা দায়।

CHITROKTI POTRIKA

নিমাই জানা

নেশাতুর হাসপাতালের দেবদারু চারাগাছ

বাবার শরীরের পরিচ্ছদগুলো ইকোস্প্রিনের মতোই স্নান করছে

১১ই আগস্টের পর সুস্নাত মানুষটিকে অ্যাক্রেলিক ও সিক্স এইচ বি গ্রাফাইট গুঁড়ো দিয়ে
অংকন করতেই পুরুষটি আঙ্গুলের ভেতর থাকা নীল মোড়কের ভেতরে ঢুকে গেল
নীল হাসপাতালের করিডরে এসে দাঁড়ালেন হলুদ রঙের সেবিকার দল তাদের পিঠে
মিউটেশনের মেটাফেজ দশা
বৃত্তাকার গলরেখা ধরে নামছে এক ভরির স্বর্ণ অলংকার, কিছু এট্রোপিনের গুঁড়ো রেখে
দিচ্ছে কতগুলো মৃত টেবিল ক্লথের উপর এখানে সকলকেই বায়বীয় দেখালেই কেউ কেউ
জ্যামিতিক বৃষ্টি হয়ে পড়ে নিজের স্নান ঘরের ভেতর

উন্মুক্ত দেহের মৃত বৃন্তগুলো আয়নার মতো পরকীয়া বোঝে না একাকী চৈতন্য বন্ধক রাখে
নম্র দেবদারুর বীজতলা,
নীল পুরুষের মতো বাবা বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বেশি পছন্দ করতো তারপর ধুপের বৃত্তাকার
ধোঁয়ার নীলাভ অজগরের শিরদাঁড়া কংক্রিট তরল মুখে নিয়ে সান্ধ্যকালীন সর্বনাম খুঁজে
নেয়
বিষধর ভাস্পায়ার এক প্রকার অযোগবাহ বর্ণের নাম
ক্ষীণকায় পুরুষগুলো ব্রহ্মপুরাণ ছেড়ে নেমে আসে রাতের জোনাকি শরীর, শীঘ্রপতন

মৃত ঘোড়া আমাদের ভূমধ্য দেখাতে নিয়ে যাবে গর্ভাশয় পোশাক পরে

উত্তম চৌধুরী

পাড়া

রাত ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছি।

কেঁপে ওঠে সময়সমুদ্র,
যাবতীয় পল্লবিত মেঘ।

কী উচ্ছ্বাসে বাতাস পেড়েছি
আকাশের ডাল টেনে ধরে!
নেচে নামে নক্ষত্রের আলো।
ঈশানের কোণে উড়িয়েছি
সাদা মেঘ,মেঘের বলাকা,
আর মহাশূন্যে ভাসিয়েছি
কথা থেকে কথার ব্রহ্মাকে।

CHITROKTI PATRIKA

অনিল দাঁ
জেগে থাকি রোজ

এখন আর কেউ সোজা পথে হাঁটে না
বৃক্ষের ভাষায় কথা বলতে চাইলে
আমি রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ছায়া হয়ে যাই
একবার ছায়া হলে দীর্ঘস্হায়ী হয়
কখনো সূর্যোদয় দেখি কখনও বা সূর্যাস্ত
নিশীথে ভেসে আসে নিষ্ঠুর সময়ের হর্ষধ্বনি
জনপথ ধ্বংস হয়ে গেলে ঝাপসা দেখে চোখ
চোখের কি দোষ সে যে জ্যোৎস্না চায় অন্ধকার নয়
দিন যতই গড়াতে থাকে ছায়া প্রলম্বিত হয়
আমার উপর, মনে মনে বলি
কোথা পাব মানুষের খোঁজ
ভিতরে যা রয়েছে থাকুক, ওখানেই পড়ে পড়ে
নষ্ট হয়ে যাক, আমি শুধু সোজা পথে
হাঁটবার সদিচ্ছায় জেগে থাকি রোজ।

বিকাশ ভট্টাচার্য
পায়ে ভয়, বুকে স্থপতি

১.
এলো মৌনমুখর হাওয়া|
হৃদয় জল করা

যেন ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের
তীরে আছড়ে পড়া

হেঁটে যায় নোনা কাঁকড়া
আশ্বাসে না ত্রাসে?

উঠে এলো শ্বেত শঙ্খ
ভাঙা নৌকার পাশে

২.
খেলা করে জলবালিকা
জলে ডোবা চোরাবালি

মেয়ে বয়সের তরিকায়
করতলে জলঅঞ্জলি

চোরাটান লাগে শরীরে
পায়ে ভয়। বুকে স্থপতি

ঢেউ ওঠে বুক অবধি

CHITROKTI PO

ছড়া

শোভন বিশ্বাস
ইতিহাস পড়ে

যদি পার জেনে নিও ইতিহাস পড়ে
কোন রানি বেড়াতেন ঠেলাগাড়ি চড়ে
ভালো করে খুঁজে নিয়ে ইতিহাস ঘেঁটে
বল দেখি আকবর ছিল কিনা বেঁটে
বাবরের ঘন ঘন কেন হোত সর্দি
জানি না বলেইতো ইতিহাসে জোর দি
জুলিয়াস সিজারের ক-টা ছিল নাতি
জানতেই ইতিহাস খুঁজি আতিপাতি
ইতিহাস পড়ে পড়ে আজ বড়ো ক্লান্ত
শিখিনি কিছুই বলে কর না বাপান্ত।

জগদীশ মন্ডল
পাখি পোষার সখ

আমি তখন ফাইভ পড়ি দুষ্টু ছিলাম ভারি
পাখি দেখলে ধরতে তাকে করতাম তাড়াতাড়ি।

পিসি বলে শালিক পাখি কথা বলে কতো
পুষবো খাঁচায় মায়ের কাছে বায়না অবিরত।

কান্না শুনে কাকে বলে আনলো শালিক পাখি
ফড়িং ধরি,চাল এনে দি তবু ডাকাডাকি।

আদর করি, যত্ন করি কোথায় কথা বলে?
খায়না কিছু রুগ্ন হলো নিজের মতো চলে।

কথা বলার চেষ্টা বৃথা উড়িয়ে দিই গাছে
মুক্ত তখন ডাকতে থাকে লেজটি তুলে নাচে।

ক্ষুদিরাম নস্কর

শিক্ষক

প্রথমে তো মা'র মুখে
অ-আ-ক-খ শিখি,
তার পরে বড় হলে
এক দুটো লিখি।

স্কুলে শেখান শিক্ষক
আরো কত কিছু,
আমরাও শিখে যাই
করে মাথা নিচু।

CHITROKTI PATRIKA

গল্প

অমল কর

বুদ্ধির্যস্য

পইপই করে বারণ করা সত্ত্বেও মা-র নিষেধ অমান্য করে দলছুট হয়ে লোভনীয় কচিকচি ঘাস খাবে বলে নাবালক হরিণশাবক গভীর জঙ্গলে ঢুকে কুটুসকাটুস ঘাস খেতে থাকে আপনমনে।হঠাৎ দেখে সামনে হালুমহুলুম করে সাক্ষাৎ যম __নাদুসনুদুস এক সোমত্ত বাঘ। হরিণশিশু বুঝে গেছে তার কোনো পরিত্রাণ নেই; নিশ্চিত আজ বাঘের পেটে। কত সাবধান বাণী কত হিতোপদেশ কত নিষেধাজ্ঞা আওড়ে তার মা সতর্ক করেছে। গুরুজনের কথা অমান্য করার ফল তো ভুগতেই হবে। বাঁচার পথ খুঁজতে অছিলায় হরিণছানা কৌশলে উপযাচক হয়ে বাঘকে সম্ভাষণ করে __সুপ্রভাত বাঘমামা।
কুপিত বাঘ বলে__ভরদুপুরে সুপ্রভাত কি রে! তোর দেখছি দিনরাত জ্ঞান নেই। তুই দেখি
মন্ত্রীদের মতো বাংলা বলছিস! ... কোন্ সুবাদে আমি তোর মামা হলাম রে হতভাগা! আমার এদিকে খিদেয় পেট কুঁইকুঁই করছে! সকাল থেকে এখনো দানাপানি পড়েনি! হরিণশিশুর তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া! পরিণতি জানে সে। বুদ্ধি করে তাই বলে_খাবে আমাকে? বেশ তো, খাও। তবে বলছিলাম কি মামা, আমার এমন টানাটানা চোখকবির ভাষায় দেখো না, লেখা'হরিণচোখ'! আমার শিংজোড়া দেখো, কত শিল্পী কত ভাস্কর কত স্থপতি দেখে হার মানে!
ধনীরা সমঝদাররা ঘর সাজায় সেসব দিয়ে! তা ছাড়া আমার তো ছোট্ট শরীর! তোমার তো স্ফীতোদর.....
_এই থাম। কবি শিল্পী ভাস্কর স্থপতি _তার উপর স্ফীতোদর! কী বাংলা শিখেছিস! এর মানে কী?
__মানে, তোমার বিশাল বপু।অত বড়ো জালার মতো পেটে আমার মতো চুনোপুঁটি খেয়ে তোমার হাড়ে কোন্ বাতাস লাগবে বলো!
__ওসব পালাবার ধান্দা।সব বুঝি। আগে তো তোকে খাই, তারপর ওসব ফালতু কথা।
__তো আমার এই শিং, এই টানাটানা চোখ তো বনবাদাড়ে পড়ে থাকবে। পৃথিবীর কোনো
কাজেই লাগবে না।
__ তাতে তোর কোন্ টনটন করছে! তুই না-থাকলে তোর হাড়গোড় -শিং কি হবে, তোর কী দরকার!

__না, মানে, বলছিলাম কি, আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা,তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা,তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা,তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা.....
__এই বেয়াদব, খিদের মুখে ঠাকুরদাদের চোদ্দগোষ্ঠীর ফিরিস্তি দিতে তোকে কে বলেছে! ধান ভানতে কীসের এত শিবের গীত, শুনি! কারা এরা?
__ মানে গোদা বাংলায় মোষ, গন্ডার, হিপোপটেমাস, হস্তি, মানে হাতি।
__কি মাছ?
__আরে মাছ না, তুমি কি কানে খাটো, কম শোনো? বলছি হিপোপটেমাস মানে জলহস্তি।
__তাই বল! ওসব হিংটিংছট, বিদঘুটে ব্যাপার...
__তা, ওই যা বলছিলাম, কথার মধ্যে কথা কও, খুব বাজে স্বভাব, আমি ছেলেমানুষ, সব গুলিয়ে যায়। বলছি, তোমার যা রাক্ষুসে খিদে, ওসব ছোটোখাটো খাদ্যে তোমার পেট ভরবে না। তুমি বরং হাতি খাও।তাদের এক-একটা পা খেলে তোমার সারাদিন আর কিছু না -খেলে চলবে।তার আগে অবশ্যি আমার এই ছোট্ট শরীর খেতেও পারো।
__তা, ওই হাতিরা থাকে কোথায়?
__ তাও জানো না! চলো, তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।
__তা, তুই এত জানলি কী করে? চালাকি? তোকে ছাড়ান দিলে একছুট্টে তুমি পগারপার!
__কী যে বলো মামা! আমি পুঁচকে, তোমার সাথে ছুটে পারব কেন? মা বলেছে, তুমি নাকি একলাফে বাইশহাত যেতে পারো।
__বলেছে বুঝি! তবে!
__ঠিক আছে, এক কাজ করো। এত যখন তোমার ভয়, চলো তোমার পিঠে চড়ে পথ দেখিয়ে তোমাকে অকুস্থলে নিয়ে যাই।
__চল তবে।
বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে হরিণশাবক একদিকে প্রাণের ভয়ে, অন্যদিকে মা-বাবার বকুনি। তাহলেও, বনের পশুপাখির কাছে 'কী হনু রে' গোছের আত্মপ্রসাদ। একবার ডানপিলে ফের বামপিলে আবার ডানপিলে করে বাঘকে হেট হেট করে অকারণে ঘুরপথে হাঁটিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন করে অবশেষে গভীর জঙ্গলে হাতিদের আস্তানায় হাতির পালের কাছে এনে ফেলে।
__বাঘমামা, ওই যে তোমার খাদ্য, ওই দেখো হাতির দল।যাকে খুশি ধরো মারো খাও মজা মেরে আমি চললাম। শুঁড়ে চড়িয়ে হাতির দল বাঘকে আছড়ে থ্যাঁতলে মেরেছে কিনা,সে খবর নেবার সময় ছিল না হরিণশাবকের।

প্রদীপ কুমার দে

অকৃত্রিম ভালোবাসা-বাসি

পিসির কাছেই মানুষ। পিসিই আমার সব। নামে পিসি আসলে আমার বন্ধু আবার অভিভাবকও। আমার বয়স চৌদ্দ, আর পিসি পঁয়ত্রিশ কিন্তু উনি আমার একজনই গুরুজন, যদিও বন্ধু। পিসিরও আবার একজন গুরুজন আছেন। অবিবাহিত পিসেমশাই!

অবাক হয়ে গেলেন না?
হ্যাঁ অবাক হওয়ারই কথা। দুজনে দুজনকে ভালোবাসে কিন্তু মুখে তার রা নেই, নেই কোন প্রকাশ, নেই কোন চাওয়াচাওয়ি!
তবে আছে দুজনারই বিস্তর অভিযোগ একজন অপরজনের বিপক্ষে!

ভালোবাসা বিবাহ নামক মোড়কে বন্দি হতে পারেনি তা পিসিরই ইচ্ছায়। অত্যধিক নিজেই নিজেকে নিয়ে আত্মঅহংকার সেই অঙ্কুরিত বীজের গোড়া কেটে দিয়েছিল।

ঘটনা এই যে, হবু পিসে একদিন পিসিকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু বসিয়ে দিয়েছিল ওর কমলা রঙ আঁকা ঠোঁটে।

ব্যাস! সর্বনাশের মাথায় পা!

পিসি ছিল একেবারে সুন্দরী এবং যুবতী। ভরাট শরীর। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মাথা ভর্তি কালো চুল, চওড়া কাঁধ, সুডৌল স্তনদ্বয় আর লোভনীয় নিতম্বের অধিকারিণী। আমার চোদ্দো বছরের সবে যৌবন প্রাপ্ত শরীর আমার বন্ধু পিসিকে ততক্ষণে নীরিক্ষণ করে ফেলেছে। আমার চোখ সবে দেখতে শিখেছে, যদিও বিস্তর জ্ঞান তখনও হয়নি, আবার নারীদের শরীর বা মন সম্বন্ধে বিশদ অভিজ্ঞতা বড়ই কম। প্রথম দেখা নারী আমার পিসি। তার কাছাকাছি থাকায় তার অনাবৃত শরীর আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছিল এক সাধারণ এবং সাবলীল প্রকাশে। কোন জটিলতা ছিল না সেখানে। ছিল শুধু আত্মিকতা। পিসিকে দিয়েই নারীর শরীর দেখা আবার নারীকে জানা সেই সবে মাত্র শুরু। পিসি ছিল একেবারেই কঠোর নিয়মের রক্ষক, যেখানে বাচালতার কোন স্থান নেই।

হবু পিসে হরনাথ লোভ সামলাতে না পেরে পিসিকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করতে চেয়েছিল অন্যদিকে যুবতী পিসি একজন শক্তসমর্থ পুরুষের বুকে গিয়ে আর বিপরীত লিঙ্গের আহবানে নিজেকে সঁপে দিয়ে বেশ আনন্দ উপভোগই করেছিল শেষমেশ

যখন হরনাথ তার ওষ্ঠ্য দিয়ে তার ওষ্ঠ্যে চুমু বসিয়েছিল তখন তার শরীরে এক কামের শিহরণ খেলে গেছিল।

কিন্তু সবটাই ক্ষণিকের। নিমেষে চেতনা ফিরে পেয়ে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে প্রমিলা ছিটকে সরে গেছিল, চিৎকার করে উঠেছিল, --
-- এটা কিরকম অসভ্যতা? বিয়ের আগে তুমি আমায় ছুঁয়ে দিলে?

হরনাথ চমকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছিল।

সেই শুরু আর সেই শেষ। হরনাথ আর জীবনেও পিসির গায়ের কাছে আসেনি। তবে ভালবাসা ছিলই।

পিসিও সেই স্বাদ নেওয়ার জন্য কোন আকুতি করেনি কোনদিন। যদিও হরনাথ কে দেওয়া মন ফিরিয়ে নিতে পারে নি। ভালোবাসা ছিল।

সুন্দরী পিসির যৌবন যুবক হরনাথ আর পরখ না করতে পারলেও উভয়েরই মনে ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা -বাসি!

শুভ্রা রায়

হিজিবিজি প্রেমের গপ্প

বুঝলেন দাদা এই করেই পৃথিবীটা উচ্ছন্নে গেল। এরপরেই তো ধ্বংস হবে পৃথিবী। অবশ্য বেঁচে আর আচেই বা কতটুকু?

কেন? কি আবার হল? না মানে একেবারে ধ্বংস করে এ শ্যামলা বসুন্ধরা কে ভূতেদের বাসযোগ্য মনে হওয়ার কারন টা জানতে পারি কি?

কি আর বলবো। দেখে দেখে চোখ পঁচে গেলো। কথায় আছে জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা হবে? কিন্তু আমি যে কখন চোখ বুজবো সেটাই বুজচি না। সব দেখে শুনে তো চোখের ই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে বলে মনে হচ্চে এবার।

আহা, কি হয়েছে? একটু খুলেই বলুন না। মানে ক্যালকুলেশন করে দেখতুম পাপের ঘড়া পূর্ণ হতে আর কত বাকি? মানে সেই মতো বাকি প্ল্যান করতুম আর কি?

এই আপনাদের এক দোষ। কোন কথার মর্যাদা দিতে পারেননিকো। এই যে পাড়ায় একখানা নতুন মেয়ে মানুষ এসেচে।রোজ দুবেলা এই বাপ ঠাকুরদার দোকানে বসে চা, সিগারেট খেয়ে যাচ্চে।যেটুকু বুজেচি কোন ইস্কুলে পড়ায়। তা এদের হাতে যদি ছেলেমেয়ে পড়ে তবে তো হলোই। এমনি এমনিই কি আর এতো অনাচ্ছিষ্টি হচ্চে। কলিকাল, ঘোর কলিকাল।

তা আপনি চেনেন নাকি মশাই তেনাকে?

না চিনিনা। তেমন ইচ্চেও নাই। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেচে কে জানে?

আহা, উড়ে কেন? গাড়ি, বাইক সাইকেল মায় হেঁটেও তো আসতে পারে। আর সিগারেটের সাথে শিক্ষার ক্যালকুলাস টা তো ঠিক বুঝলুমনি মশাই?

এসব সিমেন্টিং কথা দূরে রাখুন তো মশাই। তা আপনিই বা এতো ঝোল টেনে কতা কইচেন কেন? চেনেন নাকি?

ঐ একটু...

তা এসব মেয়েছেলেদের একটু কম ই চিনবেন মশাই।

তা কম ই চিনি। তাই তো একটু বেশি চেনার চেষ্টা চালাচ্ছি আর কি...

অঅঅ। তা কেউ হয় নাকি?

ঐ হাফ গার্লফ্রেন্ড।

অ্যাঁ, সেটা আবার কি?

মানে ঐ হাফ বৌ।

অ্যাঁ। তা ফুল কি কিচুই নাই?

না, আছে তো, বেস্ট ফ্রেন্ড।

মানে?

মানে এই যে বৌ এর জ্বালায় দাদা, ভাই মায় কাকু জ্যেঠুরা পর্যন্ত রাত অবধি এখানে খুঁটি গেড়ে বসে থাকে, আমার আবার এসব পোশায় না। ঐ আদর্শ বাঙালি তো। একটু

ল্যাদখোর, ঘরকুনো। তাই আর কি ইকুয়েশন গুলো একটু বদলে নিতে চেষ্টা করেছি আর কি।

সে আবার কেমন ধারা জিনিস শুনি?

এই যে দেখুন না বাকার্ডি ব্ল্যাক, চকলেট আর ফিসফ্রাই নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। অফিসে একখানা জব্বো মহিলা স্টাফ এসেছে, তাকে নিয়ে ঐ একটু ইয়ে করবো আরকি। শুনলুম নতুন এক লেখকের ওপর ক্রাশ খেয়েছেন উনিও।তাপ্পর রোজ জীবনের হাজার একখানা কুকীর্তি তো আছেই। তা এসব ফুসুর ফুসুর চব্বো তো আর বৌ এর সাথে হয় না। শুধু বন্ধুদের সাথেই হয়। তাও আবার প্রানের বন্ধু। তাই ওসব বৌ ফৌ এর ঝম্প তে না গিয়ে একখানা বন্ধু ই বাগিয়ে নিয়েছি এবারের মতো। যাই হোক রোদ ঝড় বর্ষায় তো আর বাইরে যেতে হবে না। এবারের মতো কে সি পালের জীবন্ত ছাতার কাজ টা সে ই করে দেবে। হে হে হে হে।

রামঃ রামঃ। তা বাচ্চা কাচ্চা হলে?

আহা, তখন তিনটে চকলেট আর ফিসফ্রাই আসবে আবার কি। হ্যারি পটার আমরা এমনিতেও দেখি।ও চাপের কিছু নেই। কিন্তু এবার চলি বুঝলেন। পেট গুড়গুড় করছে। এই সন্ধ্যার মতো আড্ডা আর জমে না বোঝেন ই তো।

হু, আসেন আসেন। সাধে কি আর বলি কলিকাল। যুগে যুগে যে আর কত কি দেখবো...

তেমন বেশি কিছু না। ঐ শাহরুখের প্রেম ছাড়িয়ে একটু হ্যারি আর হারমাইনি ঘর সংসার পাতবে এই আর কি। চলি হ্যাঁ। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে। থুড়ি ভালোবাসার দিবস। ভালো থাকবেন। আর হ্যাঁ অম্বল টম্বল হলে গোটা কয়েক ইনো খেয়ে নেবেন। তবে বৌ এর সাথে একদিন খিস্তি করতে করতে আড্ডা মেরে দেখবেন খন সময় হলে, বিশ্বাস করুন ইনোর চেয়ে ঢের বেশি কাজে দেয়। কসম অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কি...

CHITROKTI POTRIKA

গ্রন্থ আলোচনা

ভবানীশংকর চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ ও প্রকরণে সমৃদ্ধ গল্প

' ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা' নিয়ে রচিত বাংলা ছোটগল্পের ভুবন এখন বহুধাবিস্তৃত। সেই বিস্তারের পরিসীমায় ঢুকে পড়ল তারাশঙ্কর দাসবৈরাগীর সদ্যপ্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ' জীবনের রং ' এবং বলা বাহুল্য, শিল্পগুণেই গ্রন্থটি সেই পরিসরে নিজস্ব স্থান চিহ্নিত করে নিতে পারল সহজেই।যে কোন গল্পকার একজন শিল্পী মানুষ এবং অবশ্যই একজন সমাজমনস্ক মানুষ।ফলত, তিনি যে সমাজ ও সময়ের মানুষ, সেই সময় ও সমাজ তাঁর গল্পের পটভূমি হবে,এটাই বাস্তব।আর তাঁর দেখা ও চেনা মানুষজনই হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের চরিত্র। তারাশঙ্করের ' জীবনের রং ' বইটির গল্প গুলিও তাঁর সময় ও সমাজের চেনা জানা ও দেখা মানুষেরই যাপন বৃত্তান্ত।বইটির ব্যাক কভার পেজে যে লেখক পরিচিতি দেওয়া আছে,তা থেকে জানা যায়, তারাশঙ্কর গ্রামের মানুষ। গ্রামেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা।পেশায় তিনি শিক্ষক।সেও গ্রামের স্কুলেই। স্বভাবতই তাঁর গল্প গুলি গ্রামজীবননির্ভর নিটোল কাহিনি। তারাশঙ্কর এমন এক কঠিন সময়ের গল্পকার,যখন সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে পালাবদল। রাজনীতি-ধর্ম- প্রযুক্তি-বাজার অর্থনীতি- দুর্বৃত্তি-সংক্ষুব্ধ সময়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারাশঙ্কর অবলোকন করেন তাঁর সমাজ,সময় ও ব্যক্তি মানুষদের, যাদের সঙ্গে তাঁর নানা কারণে প্রতিনিয়ত interactionচালিয়ে যেতে হয়। সৃজনশীল মানুষ বলে স্বভাবতই সেই সব মানুষজন এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি উঠে আসে তাঁর গল্পের ক্যানভাসে। তাদের প্রেম অপ্রেম, ন্যায় অন্যায়, দ্রোহ অদ্রোহ,সারল্য কুটিলতা,বিবাদসুবাদ, দারিদ্র্য ঐশ্বর্য, যৌনতা সৃজনশীলতা, ইত্যাকার যাবতীয় সমস্যা সংকট ও তার থেকে উত্তরণের প্রয়াস এ সব কিছুই ধরা আছে তারাশঙ্করের গল্পে।
পনেরটি গল্প, একটি কাব্যকাহিনি ও একটি একাঙক নাটিকা নিয়ে গড়ে উঠেছে ' জীবনের রং ' গল্প গ্রন্থের অবয়ব। প্রকাশক ঘাটাল মহকুমা সাহিত্য একাডেমির ড.পুলক রায় তাঁর ' কথামুখ 'এও প্রকারান্তরে বলেছেন কাব্যকাহিনি ও নাটিকাটি ছোটগল্পেরই নামান্তর।কেননা,লেখক সেখানে বুনে দিয়েছেন ছোটখাটো দুঃখ কথারই বীজ।তাই সংলাপে, বাক্য বিন্যাসে , চরিত্র নির্মাণে সেগুলিও হয়ে উঠেছে ছোটগল্পের মতোই। দু-একটি গল্প একটু দুর্বল মনে হলেও শেষ বিচারে সেগুলিও জীবনের রংএই রঞ্জিত। বস্তুত এই বইয়ের সব গল্পেই ধরা পড়েছে সমাজ সত্য,যা প্রসংগ ও প্রকরণে সমৃদ্ধ।
সৌমেন বেরার প্রচ্ছদ শুধু দৃষ্টিনন্দন নয়, গভীর অর্থবহও বটে। ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই ও প্রায় নির্ভুল বানানে বইটি এত চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে যে, সত্যিই গল্প পাঠকের সংগ্রহযোগ্য।

জীবনের রং
তারাশঙ্কর দাসবৈরাগী
ঘাটাল মহকুমা সাহিত্য একাডেমি

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

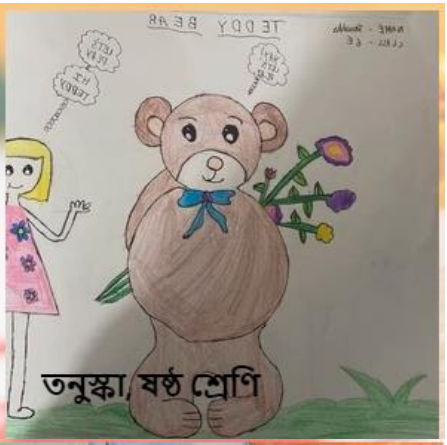

পরিকল্পনা - লোপামুদ্রা, প্রচ্ছদ - গার্গী, সম্পাদনা - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ন - চৈতন্য (হায়দ্রাবাদ)

"CHITROKTI" online quarterly Little Magazine published by Subhra Kanti Chattopadhyay from Anandamoyee Apartment, Bose Para Road, Barisha, Kolkata-700008, Designed by Chaithanya K, Hyderabad.
1st Year 1st Issue, February-March 2022.